এটাই আল কায়েদা
নাকি তারা ভুলে গেছে?

শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ)-এর মানহায সম্পর্কে কারী ইকরাম (হাফিযাহুল্লাহ), যিনি তালেবানদের একজন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব।

সকল প্রশংসা সমগ্র পৃথিবীর প্রতিপালকের, সালাম এবং শান্তি বর্ষিত হোক উনার উপর যাকে পৃথিবীতে রহমত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে, এবং উনার পরিবারের উপর এবং উনার সকল সাহাবীদের উপর। অতঃপর -

আল-বাগদাদীর দল আলেম এবং জিহাদের নেতৃত্ব দানকারীদের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়েছে, সর্বোপরি শহীদ উসামা বিন লাদেনের বিষয়ে, আল্লাহ্‌উনার উপর রহমত বর্ষণ করুন, তা আমাকে দুইটি বিষয় স্মরণ করে দেয়।

প্রথম বিষয়ঃ নবীদের পিতা, ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ইহুদী এবং খ্রিস্টানরা যা বলে। ইহুদীরা বলে ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদী ছিলেন, এবং খ্রিস্টানরা বলে ইব্রাহীম (আঃ) খ্রিস্টান ছিলেন। কিন্তু মহান সত্যবাদী আল্লাহ্‌বলেন, "ইব্রাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন হানীফ অর্থাৎ, সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্নসমর্পণকারী, এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না। মানুষদের মধ্যে যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল, তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম-আর আল্লাহ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু।" (৩:৬৭-৬৮)

দ্বিতীয় বিষয়ঃ খাওয়ারীজদের ঐ বক্তব্য যাতে তারা বলেছিল তারা নাকি রাসুল (সাঃ) এর নিকটবর্তি এমনকি সাহাবীদের (রাঃ) থেকেও। এই কথাটি তারা (খাওয়ারীজরা) বলছিল রাসুল (সাঃ)-এর চাচাতো ভাইকে, যিনি ছিলেন নবী (সাঃ) জামাতা, বীরসেনা, নবী (সাঃ)-এর সাথে বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী, নবী (সাঃ)-এর সাথে একত্রে যুদ্ধ করেছেন, নবী (সাঃ) যার উপর সন্তুষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, নবী (সাঃ) যাকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন, এবং নবী (সাঃ)-এর নিকট যিনি ছিলেন ঐরূপ, যেরূপ মুসা (আঃ)-এর নিকট ছিলেন হারুন (আঃ)। কিন্তু খাওয়ারীজরা তার সম্পর্কে বলে, "আপনি পরিবর্তিত হয়ে গেছেন, বিপথগামী হয়ে গেছেন, আল্লাহ্‌যা প্রেরণ করেছেন তা আপনি পরিত্যাগ করেছেন এবং তা দ্বারা আপনি বিচার করেন না, নবীর কর্মপদ্ধতির বিষয়ে আমরা আপনার থেকে অধিক জ্ঞান সম্পন্ন!" এবং সাহাবাদের, আল্লাহ্‌তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, সম্পর্কেও তারা একই কথা বলে। এর অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে, তারা মূর্খ নেতাদের গ্রহণ করেছে, যারা তাদের বিপথগামী করেছে ঐসব সাহাবীদের গ্রহণ করতে, যাদের বিষয়ে মহান আল্লাহ্‌এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, অন্যান্যদের পথভ্রষ্ট করেছে এবং জাহান্নামের কুকুরে পরিণত হয়েছে।

প্রথম বিষয়ের ব্যাপারেঃ এই বিষয়ে আল্লাহ্‌র উত্তরের একটি হচ্ছে, "তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানো না, সে বিষয়ে কেন বিতর্ক করো ?" (৩:৬৬) আস-শাওকানী বলেন, "তিনি (আল্লাহ) এটা বলেন ঐসব বিষয়ে যা তারা সাক্ষ্য দেয় নাই, যা তারা দেখে নাই, এবং যা তারা নিরীক্ষণ করে নাই।" আমরা বাগদাদীর অনুসারীদের মহান আল্লাহ্‌র প্রমাণসহ উত্তর দেই এবং বলি, "তোমরা যেসব নেতাদের বিষয়ে উল্লেখ করছ যে, তাদের কর্মপদ্ধতি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং আজকের আল-কায়েদা তাদের কর্মপদ্ধতি থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।" আমরা তাদের বলি, "এরা আমাদের সাথের লোক! আমরা তাদের সাথে অনেক বৎসর বসবাস করেছি! আমরা তাদের কর্মপদ্ধতি, তাদের মতামত সম্পর্কে ভালোভাবে জানি, আমরা তাদের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করেছি তাদের সাথে ভ্রমণ করেছি, আমরা তাদের সাথে শান্তির সময় বসবাস করেছি, কঠিন সময়ে তাদের অবস্থা দেখেছি, আমরা তাদের সাথে পাহাড়-পর্বত ও সাগর পাড়ি দিয়েছি, তাদের সাথে পরিখায় বসবাস করেছি, তাদের সম্পর্কে সর্বাবস্থায় জানি, যুদ্ধ এবং শান্তি উভয় সময়ে আমরা তাদের সহযোগী ছিলাম! আমরা তাদের তখন দেখেছি যখন কামানের গোলা তাদের সামনে পড়েছে, তাদের উপরে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে, গোয়েন্দা বিমান তাদের মাথার উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে! এবং আমরা আমাদের দীর্ঘদিনের লেনদেনের মাধ্যমে তাদের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে জানি, আমাদের মধ্যে এমন মানুষ আছে যাদের সাথে তাদের ভাই ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক, আমাদের মধ্যে এমন মানুষ আছে যাদের সাথে তাদের পিতামাতার সম্পর্ক, আমরা তাদের খেদমত করি, তারাও আমাদের খেদমত করে, তারা আমাদের সহযোগী, আমরাও তাদের সহযোগী, আমারা তাদের সাথে পরামর্শ করি, তারাও আমাদের সাথে পরামর্শ করে! আমরা তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করি, আদর্শের, ভদ্রতার, মুসলিমদের প্রতি করুণা ও সহানুভূতির মত ভালো ব্যবহারের এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি অহংকারের। আমরা জিহাদের সময় তাদের সত্যবাদীতা দেখেছি, তাদের মহান লক্ষ্য, তাদের শিষ্টাচার ও নিয়ম-কানুন সংক্রান্ত তাদের উপলব্ধি, তাদের বিচারের রায় মানুষকে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, মানুষকে জাহান্নামের ভয় দেখায়, এবং মানুষকে উৎসাহিত করে তাঁর প্রতিদানের প্রতি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে তাদের সামান্যও নেই, শুধুমাত্র কিছু সাধারণ বক্তব্য ছাড়া, যা সবাই তাদের কাছ থেকে শুনে থাকে; এবং তোমাদের মধ্যে তাদের সামান্যও নেই, শুধুমাত্র তাদের ভাবমূর্তি ছাড়া। তাহলে তোমরা কেন বিতর্ক করতেছো যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই?"

আমরা তোমাদের বলি ঐ কথা যা আল-ফারুক উমার, আল্লাহ্ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, যে অন্য একজনের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলো, যার সম্পর্কে আল-ফারুক প্রমাণসহ জানতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে কেউ চেনে কিনা। এক ব্যক্তি বললেন তাকে সে চেনে, তখন আল-ফারুক তাকে বললেন, "তুমি তাকে কেমন জানো?" সে বলল, "সততা এবং উদারতার জন্য।" আল-ফারুক বললেন, "তুমি এটা কিভাবে জানো, সে কি তোমার নিকটবর্তী প্রতিবেশী, তুমি কি তার সারাদিনের খবরাখবর সম্পর্কে ধারণা রাখো, তার আসা-যাওয়া সম্পর্কে জানো?" মানুষটি বলল, না। আল-ফারুক জিজ্ঞাসা করলেন, "তার সাথে কি তোমার ব্যবসায়িক লেনদেনের অভিজ্ঞতা আছে যার কারণে তুমি জানো যে সে আল্লাহ্কে ভয় করে?" মানুষটি বলল, না। আল-ফারুক জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কি তোমার ভ্রমণের সাথী ছিলো যার কারণে তুমি তার ভালো আচার-ব্যবহার সম্পর্কে জানো?" মানুষটি বলল, না। আল-ফারুক বললেন, "তাহলে তুমি তাকে চেনো না!" মানুষটি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে চেয়েছিলো এই কারণে যে সে তাকে প্রতিদিন মসজিদে বসতে দেখত।

উমার, আল্লাহ্ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই। তাহলে তোমাদের সাক্ষ্য কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে, যেখানে তোমরা এইসব নেতাদের এবং আলেমদের দেখোই নাই, এবং তাদের সাথে একবারও সময় কাটাও নাই? এমনকি তোমাদের নেতা এবং তাদের সবার উপরে আল-বাগদাদীও এক মুহূর্তের জন্যও শাইখ উসামা এবং তার সাথীদের সাথে সময় কাটায় নাই, শুধুমাত্র সাধারণ মানুষদের মতন কিছু সময় ব্যতীত, শুধুমাত্র কিছু চিঠি ব্যতীত যা তোমাদের নেতাদের উদ্দেশ্যে নয়, বরং তোমাদের নেতাদের বিষয়ে ছিলো, যা তোমাদের নেতারা জেনেশুনে অমান্য করেছে এবং চিঠিতে যা লিখা ছিলো তার অনুশীলন করে নাই, শুধুমাত্র তাদের খেয়ালখুশি এবং আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত। শাইখ আবু-ইয়াহইয়া আল-লিবি, আল্লাহ্ তার উপর রহম করুণ, আমাকে লিখেছিলেন যে, চিঠিতে ইরাকের ভাইদেরকে যা আদেশ করা হয়েছে তারা তার উল্টো করছে!

কাজেই তোমরা তাদের জানো না! আল-ফারুকের, আল্লাহ্ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, উপলব্ধি অনুযায়ী এটাই সঠিক।

দ্বিতীয় বিষয়ে ব্যাপারেঃ আমরা এর (দাওলা'র) সাথীদের বলি, উসামা কখনই খারিজী ছিলেন না! আর উসামার সবচেয়ে কাছের ছিলেন আইমান এবং তার সাথীরা। তিনি (উসামা) তাদের চিনতেন এবং তারাও তাকে (উসামাকে) চিনতেন, এবং যদি উসামা, আতিয়াতুল্লাহ, আবু ইয়াহইয়া জীবিত থাকতেন, তাহলে তাদের সম্পর্কেও তোমরা একই কথা বলতে, যা তোমরা অন্যান্যদের সম্পর্কে বলতেছো। কারণ তারা নিশ্চিতভাবে এবং অবশ্যই তোমাদের কাজকর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেন, তোমাদেরকে বিরুদ্ধে সতর্ক করতেন এবং তখন তোমরা তোমাদের অপরাধ ঢাকার বৃথা চেষ্টা করতে।

যদি তারা জীবিত থাকত, তাহলে তোমরা দেখতে যে, তোমাদের প্রতি শাইখ আইমানের ব্যবহার অনেক ক্ষমাশীল, কারণ চরমপন্থার মানুষ এবং সৃষ্টির প্রতি উদ্ধত অহংকারী সম্পন্ন মানুষদের বিরুদ্ধে, এবং যারা তাদের নাক ও মুখ আলেমদের ও ভালো মানুষদের বিরুদ্ধে উঁচু করে তাদের বিরুদ্ধে দুইজন আলেম আতিয়াতুল্লাহ-এর এবং আবু-ইয়াহইয়া-এর, আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন, কঠোরতা সম্পর্কে আমরা জানি। যদি তারা জীবিত থাকতেন তাহলে তারা (আইএসআইএস) তাদের পক্ষ থেকে কঠোরতার একটা বড় অংশ ভোগ করত! এবং তোমাদের তালিকানুযায়ী তারা সবচেয়ে বড় পথভ্রষ্ট বলে বিবেচিত হত। এবং তোমরা তোমাদের তীর নিক্ষেপ করতে তাদের প্রতি, যা তোমরা এখনও নিক্ষেপ করো নাই বিচক্ষণ শাইখ আইমান-এর, আল্লাহ্ তার উপর সন্তুষ্ট হোন, উপর এবং তার সাথের ঐসব উদার ও উপদেশদানকারী আলেমদের উপর।

তাদের কর্মপদ্ধতি এমন না যে, তারা তাকফির করে তাদের উপর যারা তাদের মতের সাথে ভিন্নতা প্রকাশ করে, তাও সন্দেহযুক্ত প্রমাণের সাপেক্ষে, এরপর গাড়ী ভর্তি বোমা প্রেরণ করা হয় সাথে সশস্ত্র পুরুষদের যারা তাদের বাসায় ঝাঁপিয়ে পড়ে! তাদের কর্মপদ্ধতি এমন না যে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে অবিশ্বাসী নারী ও শিশুদের হত্যা করে। মুসলিম নারী ও শিশু এমনকি মুজাহিদিনদের ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার কথা না হয় বাদই দিলাম!

তাদের কর্মপদ্ধতি এমন না যে, ইসলামিক এস্টেট ও এর পদমর্যাদার জন্য দ্রুতবেগে এগিয়ে যাবে এবং এই পৃথিবীর ছোট এক টুকরা জায়গার জন্য যুদ্ধ করবে।

তাদের কর্মপদ্ধতি এমন না যে, প্রত্যেক ফোরামে অভিশাপ দেয়া, নিন্দা করা ও অশ্লীলতা প্রকাশ করা যা তোমাদের জিহ্বা থেকে বিস্ফোরিত হয়।

তাদের কর্মপদ্ধতি এমন না যে, দম্ভোক্তি প্রকাশ করবে মুসলিমদের রক্ত পান করার জন্য এবং তাদের মৃতদেহের জন্য।

তাদের কর্মপদ্ধতি এমন না যে, তাদের নাক ও মুখ ন্যায়পরায়ণ আলেমদের বিরুদ্ধে উঁচু করবে, তাদের নিন্দা করবে এবং তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে শুধুমাত্র তাদের মতপার্থক্যের জন্য।

তাদের কর্মপদ্ধতি এমন না যে, মুসলিম উম্মাহ্‌র অধিকার লঙ্ঘন করবে, ছিনিয়ে নিবে।

তাদের কর্মপদ্ধতি এমন না যে, তারা তাকিয়াহ (ধোঁকাবাজি) করবে, পেঁচাবে, ঘুরাবে এবং নিয়মিত চালাকি করবে।

তাদের কর্মপদ্ধতি এমন না যে, আল্লাহ্‌র শরীয়া থেকে দূরে সরে যাবে এই ভয়ে যে, এটা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

তাদের কর্মপদ্ধতি এমন না যে, ব্যক্তিগত অভিমতের (ইজতিহাদ) কারণে চরম্পন্থা অবলম্বন করবে এবং ভিন্নমত অবলম্বনকারীদের থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিবে।

তাদের কর্মপদ্ধতি এমন না যে, যাদের সাথে মতপার্থক্য তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে এবং একটি খারাপ কাজের জন্য তাদের সকল ভালো কাজকে অগ্রাহ্য করবে।

তাদের কর্মপদ্ধতি এমন না যে, নেতা ও এর অস্তিত্বের উপর গোঁড়ামি করবে, এবং মিত্রতা ও শত্রুতা প্রতিষ্ঠিত করবে এই জঘন্য গোঁড়ামির উপর ভিত্তি করে।

এটা কখনই উসামা এবং আল-কায়দার কর্মপদ্ধতি ছিলো না এবং এটা কখনই হবে না!

"তাদের কর্মপদ্ধতি এমন না যে, দম্ভোক্তি প্রকাশ করবে মুসলিমদের রক্ত পান করার জন্য এবং তাদের মৃতদেহের জন্য।"